চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম

পরিপত্র

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা নীতিমালা ২০২২

বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সনের ১৭ নং আইন মোতাবেক চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা অতীব গুরত্বপূর্ণ যাহা সুনির্দিষ্টভাবে আইনে উল্লেখ করা আছে। সে পরিপেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজ/ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক/ চিকিৎসা পেশাজীবিদের গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে "চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা নীতিমালা ২০২২" প্রণয়ন করা হল।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা নীতিমালা ২০২২

১.০ অবতরণিকা ও নামকরণ

বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশার ক্রমাগত প্রসার ও বিবর্তনের সাথে সমন্বয় রেখে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা অপরিহার্য। উক্ত কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও ফলপ্রসূ করিবার জন্য একটি গবেষণা ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরির গুরত্ব উপলব্ধি করিয়া এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১ এই নীতিমালা 'চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা নীতিমালা ২০২২' নামে অভিহিত হইবে।

১.২ সংজ্ঞা

এই নীতিমালায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা হইবে নিম্নরূপ:

(ক) 'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;

(খ) 'কমিটি' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(গ) 'প্রকল্প' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম;

(ঘ) 'সভাপতি' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য;

(ঙ) 'রিভিউ বোর্ড' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত প্রাতিষ্ঠানিক রিভিউ বোর্ড;

(চ) 'একাডেমিক কাউন্সিল' অর্থ চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(ছ) 'বিমক' অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;

২.০ গবেষণা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ লক্ষ্য

দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশার মান নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

২.২ উদ্দেশ্য

(ক) চিকিৎসা শাস্ত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখিয়া পরিবর্তিত চাহিদার নিরিখে পেশার মানদন্ড সময়োপযোগীকরণ;

(খ) অংশীজনদের চাহিদা বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ;

(গ) চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করণ এবং এই সকল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণে গবেষণার মাধ্যমে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন;

(গ) চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ শিক্ষার মান ও গবেষণা নিশ্চিতকরণে গৃহীত কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা যাচাইকরণ;

(ছ) মানসম্মত শিক্ষা, সেবা ও গবেষণার মান প্রদানের জন্য অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারের উপায় ও করণীয় উদ্ভাবন।

৩.০ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩.১ চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি' থাকিবে। কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপ:

(ক) সভাপতিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য (মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত কাউকে সভাপতি দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে)

(খ) সদস্যঃ মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ডিন মহোদয়ের মধ্যে একজন

(গ) সদস্যঃ একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য

(ঘ) সদস্যঃ মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুইজন অধ্যাপক

(ঙ) সদস্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC এর একজন সদস্য

(চ) সদস্যঃ রেজিস্ট্রার

(ছ) সদস্যঃ পরিচালক/ উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

(জ) সদস্যঃ পরিচালক/ উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

(ঝ) সদস্যঃ উপ- রেজিস্ট্রার/ সহকারী রেজিস্ট্রার (একাডেমিক)

(ঞ) সদস্য সচিবঃ পরিচালক/ উপ-পরিচালক (গবেষণা)

৩.২ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী-

(ক) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে গবেষণা প্রস্তাবনা সঙ্গতিপূর্ণ কি না তাহা যাচাই;

(গ) গবেষণায় নৈতিকতা নিরূপণ;

(ঘ) প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ গবেষণা নীতিমালা অনুসারে মূল্যায়নের সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

(চ) চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণার বিষয়ে অভিজ্ঞ রিভিউকারীগণের তালিকা প্রস্তুতকরণ;

(ছ) চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপ কমিটি গঠন;

(ঝ) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ

(ঞ) গবেষণার স্বত্ব বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষণ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে প্রতিবেদন প্রকাশ বা মুদ্রণ করিতে পারিবে, গবেষকগণের অনুমতির প্রয়োজন হইবে না। তবে গবেষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতিক্রমে অন্য কোন স্বীকৃত প্রকাশনীতে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(ট) নীতিমালায় উল্লেখ নাই গবেষণা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এইরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪.০ গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

৪.১ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক বা গবেষকগণের নিকট হইতে নির্ধারিত ছকে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

৪.২ গবেষকগণ এককভাবে অথবা যৌথভাবে গবেষণা প্রস্তাব কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে দাখিল করিবেন।

৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা গবেষকগণ, বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষক বা গবেষকগণ, বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন শিক্ষক বা গবেষকের সহিত যৌথভাবে প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবেন।

৪.৪ গবেষণা প্রস্তাবসমূহ ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হইবে। এই কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ গবেষকগণের সমন্বয়ে মূল্যায়নকারীগণের একটি প্যানেল তৈরি করা হইবে।

৪.৫ প্রস্তাবসমূহ হইতে গবেষক বা গবেষকগণের নাম ও পরিচয় নির্দেশক সকল তথ্য অবলোপনপূর্বক মূল্যায়নকারীগণের নিকট মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হইবে।

৪.৬ প্রয়োজন হইলে মূল্যায়নকারীগণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের গবেষকগণের প্রকল্প উপস্থাপনের জন্য রিভিউ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হইবে। ওয়ার্কশপে মূল্যায়নকারী প্যানেলের সদস্যগণ উপস্থিত থাকিয়া প্রকল্পগুলিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ দিবেন। গবেষকগণ পরামর্শ অনুসারে (যদি থাকে) সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করিবেন।

৪.৭ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বছরের বরাদ্দ বিবেচনা করিয়া গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা নির্ধারণ করিবে এবং একাডেমিক কাউন্সিলে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে। একাডেমিক কাউন্সিলে অনুমোদনের পর গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অবহিত করা হইবে।

৪.৮ মানসম্মত কোন গবেষণা প্রস্তাব যৌক্তিক কারণে নির্দিষ্ট অর্থ বছরে অর্থায়ন করা সম্ভব না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থ বছরে উক্ত গবেষণায় অর্থায়ন করা যাইবে।

৫.০ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ব্যবস্থাপনা

৫.১ অর্থ-বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণা প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে পরিশিষ্ট-খ তে উল্লিখিত গবেষণাপঞ্জি অনুসরণ করা হইবে।

৫.২ গবেষকগণের নিকট হইতে নির্ধারিত ছকে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় করার পূর্বে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হইবে।

৫.৩ সাধারণভাবে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা হইবে না। তবে, গবেষকগণের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে গবেষণা প্রকল্পের জন্য সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে গবেষক বা গবেষকগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ ও একাডেমিক কাউন্সিল কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

৫.৪ গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা সেমিনারের আয়োজন করিবে। সেমিনার হইতে প্রাপ্ত সুপারিশ অনুসারে গবেষকগণ প্রতিবেদন সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতঃ চূড়ান্ত প্রতিবেদনের পাঁচ কপি মানসম্মতভাবে বাঁধাই করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল করিবেন এবং সফট কপি (Soft Copy) সরবরাহ করিবেন।

৫.৫ চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত মূল্যায়নকারীর নিকট প্রেরণ করা হইবে।

৫.৬ প্রকল্প চলাকালে গবেষকের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন, পেশার পরিবর্তন, শারীরিক অক্ষমতা বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে অপারগ হইলে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখিবার স্বার্থে অন্য কোনো শিক্ষক বা গবেষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগাযোগের জন্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৫.৭ Plagiarism checker সফটওয়্যার (Software) ব্যবহার করিয়া গবেষণার মৌলিকত্ব ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে সমরূপতার গ্রহণযোগ্য সীমা (Acceptance Level of Similarity Index) হইবে সর্বোচ্চ ২০%।

৬.০ প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৬.১ প্রতিটি প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ হইবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা। গবেষক বা গবেষকগণ আর্থিক প্রস্তাবে এই অর্থের খাত ভিত্তিক একটি বাজেট নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট ক এর পার্ট সি) প্রদান করিবেন।তবে বিমক/ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্ত গবেষণা অনুদান এবং গবেষণার মান বিবেচনায় গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অনুদান বাড়ানো যেতে পারে।

৬.২ প্রকল্পের মোট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ২০% অর্থ গবেষক বা গবেষকগণের সম্মানী বাবদ ব্যয় করা যাইবে।

৬.৩ গবেষককে প্রকল্পের শিরোনামে একটি এসএনডি/এসটিডি হিসাব খুলিতে হইবে। প্রকল্পের অর্থ ২ (দুই) কিস্তিতে প্রকল্পের উক্ত হিসাবের বিপরীতে ছাড় করা হইবে। প্রথম কিস্তিতে প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৫০% অর্থ ছাড় করা যাইবে।

৬.৪ গবেষণার সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন জমাদান এবং প্রথম কিস্তির ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয় প্রতিবেদন (প্রযোজ্যক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাটসহ সকল ভাউচার) দাখিল করিবার পর দ্বিতীয় কিস্তি ৫০% অর্থ ছাড় করা হইবে।

৬.৫ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষক বা গবেষকগণ সমুদয় বিল ভাউচার সমন্বয় করিবেন।

৬.৬ গবেষণা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারের সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে বিধায় এই অর্থ ব্যয়ে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

৬.৭ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ Account Payee' চেকের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

৭.০ গবেষণায় নৈতিকতার চর্চা

৭.১ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গবেষণায় নৈতিকতার সর্বোচ্চ চর্চা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক রিভিউ বোর্ড গঠন করিতে পারিবে।

৭.২ গবেষকগণ নিজ নিজ গবেষণা প্রকল্পের সকল পর্যায়ে নৈতিকতা নিশ্চিত করিবেন মর্মে প্রকল্পের শুরুতে একটি অঙ্গীকার প্রদান করিবেন।

৮.০ গবেষণা নীতিমালার প্রয়োগ, পরিবর্তন ও অন্যান্য শর্তাবলী

৮.১ গবেষণা প্রতিবেদন কেবল মূল্যায়নকারীগণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে। মূল্যায়নকারীগণের মূল্যায়নে কোনো প্রতিবেদন গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে অথবা যথাসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন না হইলে অথবা নীতিমালার শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে গবেষকগণের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গবেষক বা গবেষকগণকে ফেরত দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন হইলে গবেষকগণ যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে এই অর্থ আদায় করিবে।

৮.২ এই নীতিমালার প্রয়োগে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮.৩ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে।

অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান
মাননীয় উপাচার্য

বিতরণঃ

১। সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। সকল ডীন, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ।
৩। সকল সদস্য,একাডেমিক কাউন্সিল, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ।
৪। অধ্যক্ষ, সকল অধিভূক্ত প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ।
৫। অফিস কপি